স্কুল ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট

রমাদান কার্যক্রম - ১৪৪৩

কেজি, ১ম শ্রেণি

(গ্রুপ: ফজর)

নাম :

শ্রেণি:

শিফট :

অভিভাবকের স্বাক্ষর :

بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

আসসালামু আলাইকুম

সম্মানিত অভিভাবক,

স্কুল ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট-এর কেজি শ্রেণির রমাদান কার্যক্রম এমনভাবে সাজানো হয়েছে যেন প্রতিদিন অন্তত পাঁচটি মিনিট আপনি আপনার সন্তানের সাথে ব্যয় করে তাকে প্রতিদিনের কাজগুলো বুঝিয়ে দিতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট কাজ ও লেখাগুলো নিয়ে তার সাথে আলোচনা করতে পারেন।

প্রতিদিন সকালে নির্দিষ্ট দিনের লেখাটি আপনার সন্তানকে পড়ে শোনাবেন। সংশ্লিষ্ট দিনের উল্লেখিত কাজটি তাকে বুঝিয়ে দিবেন এবং তা ঠিকমতো করেছে কি না খেয়াল রাখবেন। কাজ শেষ হলে এটি আপনার কাছে তুলে রাখবেন।

এক দিনে একাধিক দিনের কাজ করতে দিবেন না। এতে সে সবর করতে শিখবে ইনশাআল্লাহ। দিনের কাজ সে দিনে করবে এবং প্রত্যেকটি কাজ শেষ করে প্রথম পৃষ্ঠায় দেওয়া "তারা" একটি করে রঙ করবে। কাজ শেষ না হলে যেন রঙ না করে তা খেয়াল রাখবেন।

ঈদের পর স্কুল খুললে পুরো এ্যাসাইনমেন্টটি অফিসে জমা দিবেন ইনশাআল্লাহ।

অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকের জন্য থাকবে উপহার, ইনশাআল্লাহ।

সবাইকে রমাদানের শুভেচ্ছা!

প্রতিদিনের কাজগুলো করা হলে সেই দিনের তারাটি রং করব ইনশাআল্লাহ। যেমন, প্রথম রমাদানের কাজটি করা হলে ১ নং তারা রং করব, দ্বিতীয় রমাদানের কাজ হয়ে গেলে ২ নং তারা।

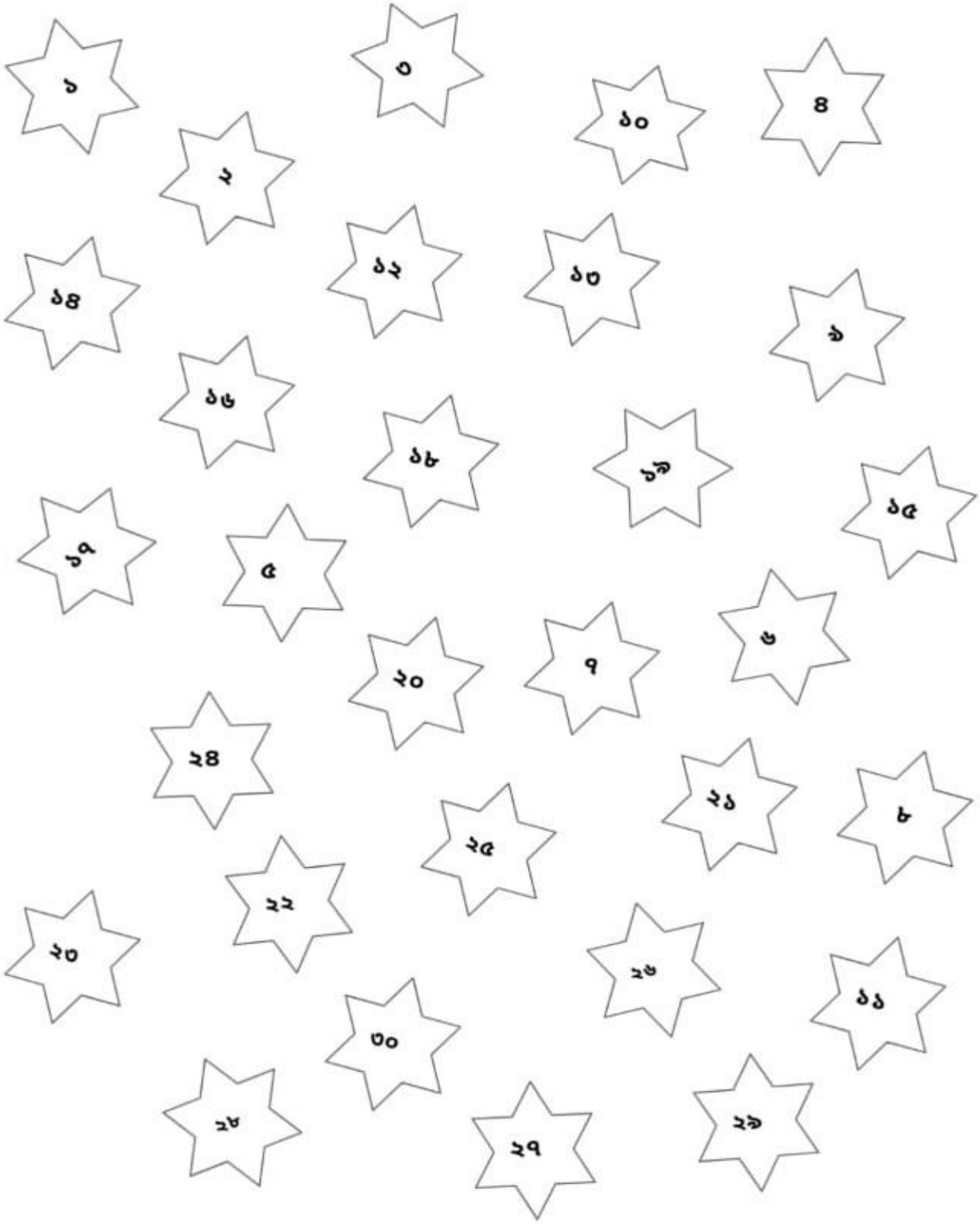

১ রমাদান

রমাদান কী?

রমাদান একটি মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে।

রমাদানে আমরা কী কী করি?

রমাদান মাসে আল্লাহ আমাদের সিয়াম পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। সুবহে সাদিক সময় থেকে সূর্য ডুবে যাওয়ার সময় পর্যন্ত, অর্থাৎ ফজরের শুরু থেকে থেকে মাগরিব পর্যন্ত আমরা খাওয়া ও পান করা থেকে বিরত থাকি। এ মাসে আমরা আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবে এমন কাজগুলো থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করি। আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে বেশি বেশি ভালো কাজের অভ্যাস করি। ভালো মুসলিম হওয়ার চেষ্টা করি।

রামাদান মুবারাক!

নিচের ছবিটি রং করি।

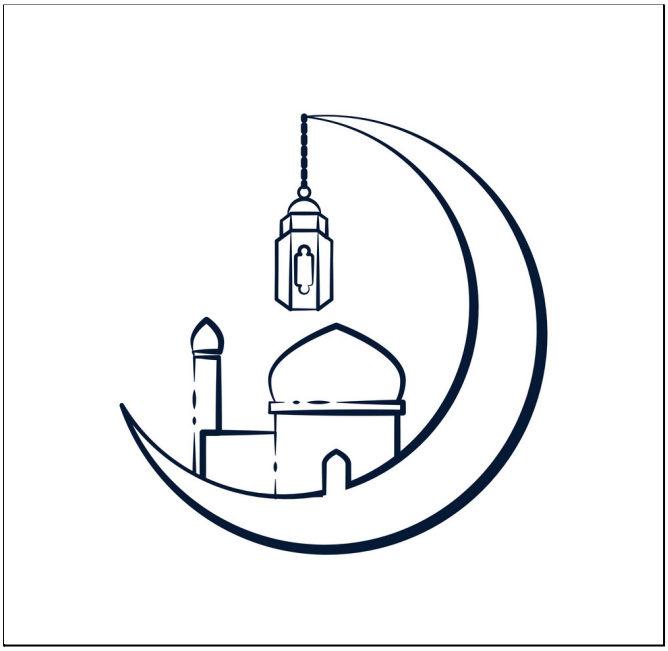

২ রমাদান

ফাতিহা শব্দের অর্থ হলো: ভূমিকা, আরম্ভ, শুরু ইত্যাদি। সুরা ফাতিহা মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। আয়াত হলো সাতটি। সম্পূর্ণ সুরা একসাথে নাজিল হওয়ার মধ্যে সর্বপ্রথম সুরা ফাতিহা নাযিল হয়েছে। সুরা ফাতিহাকে উম্মুল কোরআনও বলা হয়। কোরআনের সারমর্ম বলা হয় এ সুরাকে। এ সুরার প্রথম তিনটি আয়াতে আমরা আল্লাহ তায়ালার পরিচয় পাই। আর শেষ তিন আয়াতে আমরা পাই, কিভাবে আল্লাহর কাছে চাইবো বা প্রার্থনা করবো। কুরআনের অবশিষ্ট সুরাগুলো প্রকারান্তরে সুরা ফাতিহার বিস্তৃত বর্ণনা।

সুরা ফাতিহার সাতটি আয়াতের বাংলা অর্থগুলো বাবা-মা'র সাহায্য নিয়ে জেনে নিই ইন-শা-আল্লাহ।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ (١)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ۙ(٢) الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ۙ(٣) مٰلِكِ يَوۡمِ الدِّيۡنِ ؕ(٤) اِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ ؕ(٥) اِهۡدِ نَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ۙ(٦) صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۙ غَيۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَ لَا الضَّآلِّيۡنَ (٧)

(১) পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)

(২) যাবতীয় প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। (৩) যিনি পরম দয়ালু, অতিশয় করুণাময়। (৪) যিনি বিচার দিনের মালিক। (৫) আমরা আপনারই ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাই। (৬) আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। (৭) তাদের পথ, যাদের উপর আপনি

অনুগ্রহ করেছেন, যাদেরকে নিয়ামত দিয়েছেন, যাদের উপর (আপনার) ক্রোধ আপতিত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্টও নয়।

৩ রমাদান

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা'র অনেকগুলো গুণবাচক নামের মাঝে একটি হলো **আর-রহমান**, অর্থ: অতিশয় - মেহেরবান, অতি দয়ালু। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন,

«لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ الوالدة بِوَلَدِهَا».

“মা তার সন্তানের উপর যতটুকু দয়ালু, আল্লাহ তার বান্দার উপর তদাপেক্ষা অধিক দয়ালু।” -[সহীহ বুখারী, ৭/৭৫]

নিচের লেখাগুলো রং করুন

৪ রমাদান

নিচের ডটগুলো মিলিয়ে ছবি তৈরি করি

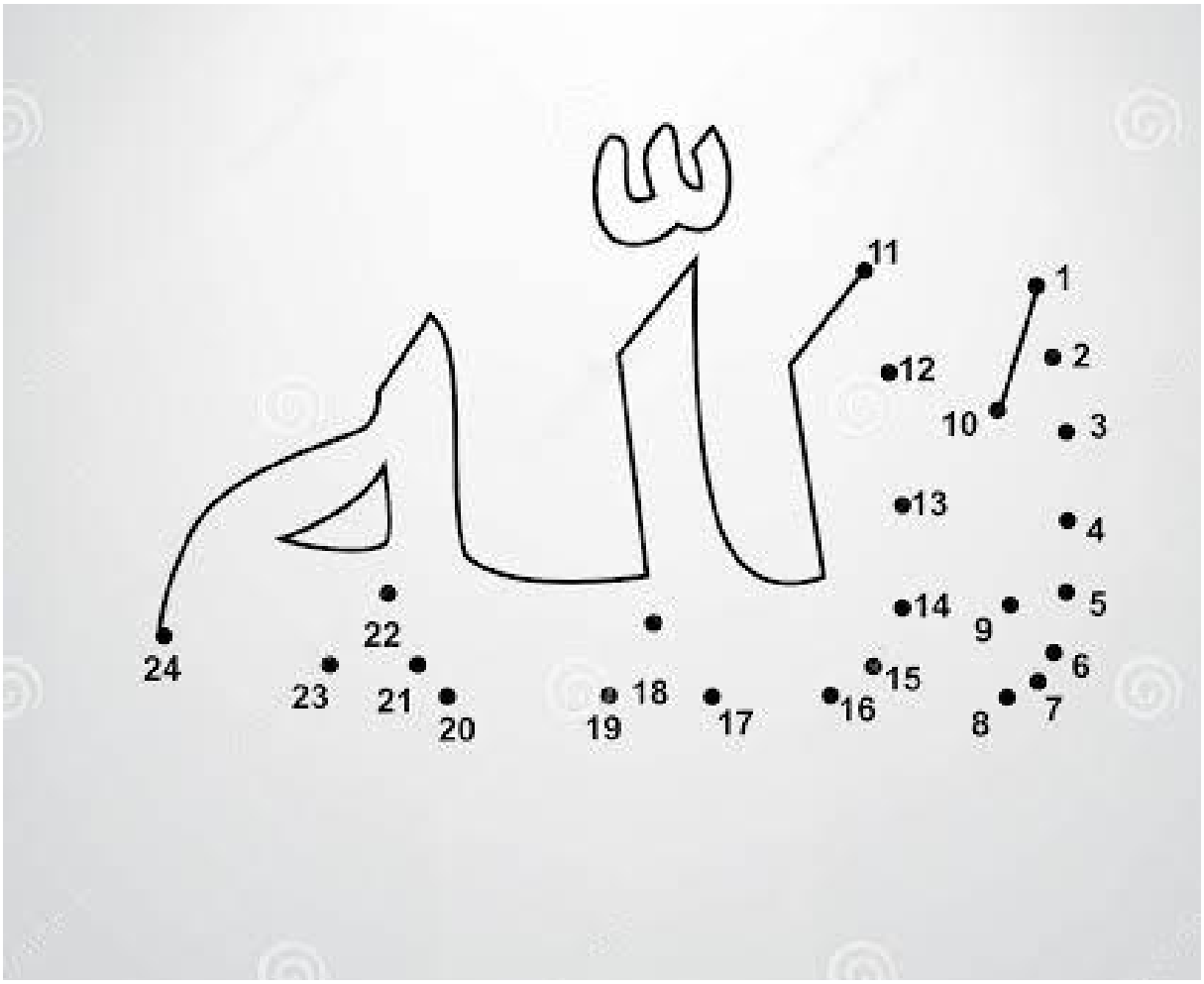

৫ রমাদান

প্রত্যেক মুসলিমকে দিনে পাঁচবার সালাত আদায় করতে হয়। সালাতে আমরা আল্লাহকে স্মরণ করি। সালাত আদায় করলে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন। সালাত নির্দিষ্ট সময়ে আদায় করতে হয়।

সূর্য ওঠার পূর্বে - ফজর সালাত

দুপুরে - যুহর সালাত

বিকালে - আসর সালাত

সন্ধ্যায় - মাগরিব সালাত

রাতে - এশা সালাত

দিনের কোন অংশে কোন সালাত আমরা আদায় করি তা দাগ টেনে মিল করি।

ফজর	বিকাল
যুহর	সন্ধ্যা
আসর	রাত
মাগরিব	দুপুর
এশা	সূর্য ওঠার পূর্বে

৬ রমাদান

সংখ্যাগুলো পরপর যুক্ত করি। দেখবো একটি ছবি তৈরি হয়েছে। ছবিটি রং করি।

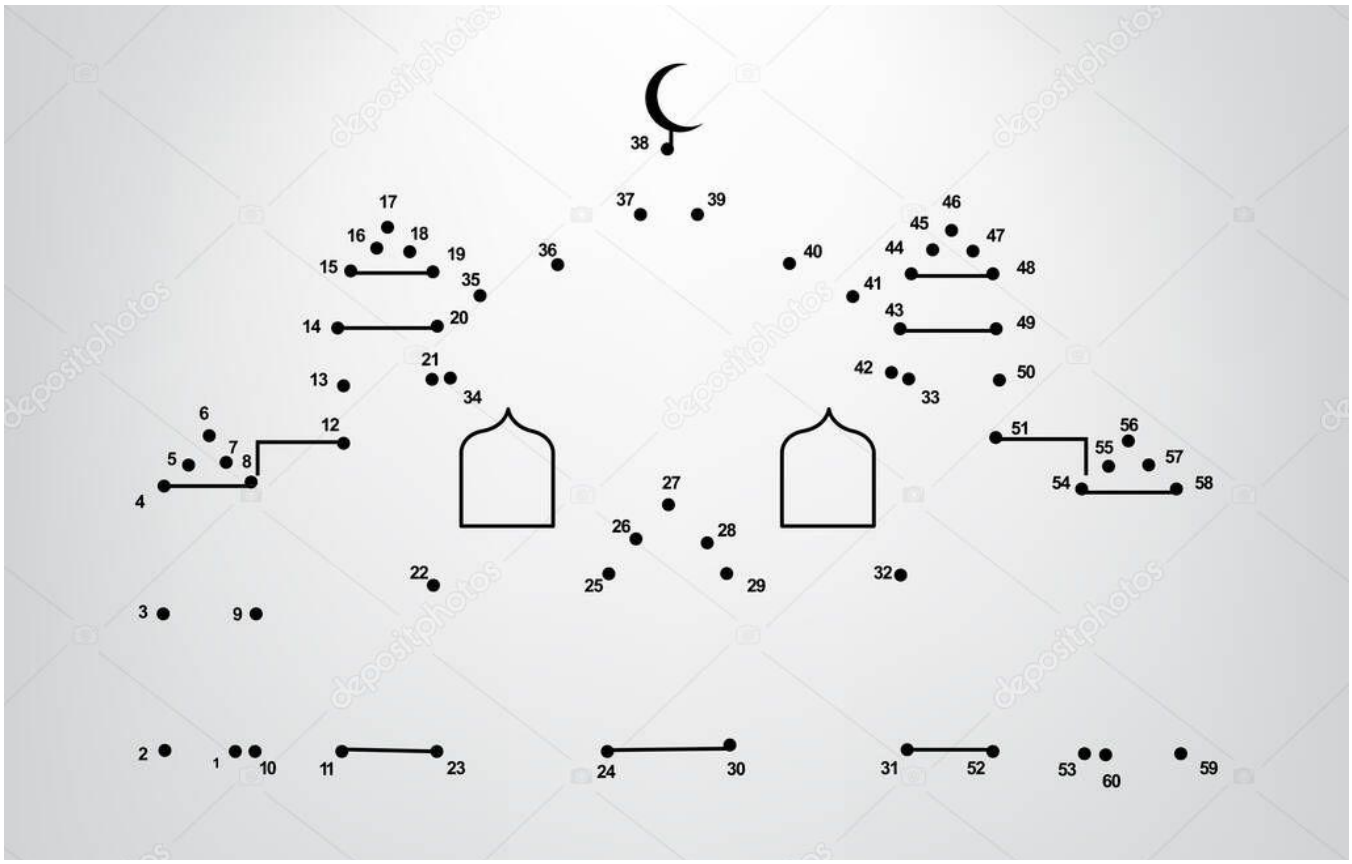

৭ রমাদান

মানুষ হিসাবে আমাদের প্রতিদিনই কিছু না কিছু চাই। আপনারা যারা ছোট তাদের হয়ত নতুন খেলনা চাই, চকোলেট চাই, বাবা-মায়ের সাথে ঘুরতে যেতে চাই। আর মুসলিম হিসাবে আমাদের সব চাওয়া আল্লাহর কাছে হতে হবে। যা চাই তা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দুয়া করতে হবে। মুমিন বান্দাদের দোয়া আল্লাহ সবসময় কবুল করেন। রাসূল ﷺ বলেছেন, 'দুই সময়ের দোয়া ফেরানো হয় না। আজানের সময়ের দোয়া আর বৃষ্টি বর্ষণের সময়ের দোয়া।' - (আবু দাউদ)

তাই বৃষ্টি দেখলে আমরা বেশি বেশি দোয়া করব। আর বৃষ্টি দেখে ও একটি দুয়া বলতে হয়।

اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا

"আল্লাহুম্মা সাইয়্যেবান নাফিআ"

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি এ বৃষ্টিকে প্রবহমান এবং উপকারী করে দাও -(নাসায়ি, হাদিস : ১৫২৩)

আমরা এই দুয়াটি মুখস্থ করবো ইনশাআল্লাহ।

৮ রমাদান

আল্লাহ মানুষের কাছে নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে শিখিয়েছেন কিভাবে আল্লাহর ইবাদত করতে হয়।

নবী-রাসূলরাও মানুষ, তাঁরা মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁরা উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ অনেক নবী পাঠিয়েছেন: আদম, নূহ, ইব্রাহিম, মুসা, ঈসা (আঃ)। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হলেন মুহাম্মাদ ﷺ।

নিচের ছবিটি রং করি।

৯ রমাদান

আশারায়ে মুবাশশারা অর্থ **সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন**। জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশ ব্যক্তি হচ্ছেন- নবী ﷺ এর দশজন সাহাবী। আব্দুর রহমান বিন আওফ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। নবী ﷺ বলেন: " আবু বকর জান্নাতি, উমর জান্নাতি, উসমান জান্নাতি, আলী জান্নাতি, তালহা জান্নাতি, যুবায়ের জান্নাতি, আব্দুর রহমান বিন আওফ জান্নাতি, সাদ জান্নাতি, সাঈদ জান্নাতি, আবু উবাইদা বিন আল-জাররাহ জান্নাতি -[সুনানে তিরমিজি (৩৬৮০)

আমরা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবীর নাম মুখস্ত করবো।

১০ রমাদান

পবিত্র রমাদান মাসে কুরআন নাযিল হয়েছিল। কুরআন আল্লাহর কিতাব। মানবজাতির কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে পাঠানো হিদায়াত বা পথনির্দেশনা হল কুরআন। আমরা কী করব, কীভাবে চলব, কী করব না এসবকিছুর দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে এই আল-কুরআনে। আল-কুরআনে বর্ণিত দিক-নির্দেশনা এবং রাসূল ﷺ কর্তৃক দেখানো পথের উপর চলতে পারলে আমরা জান্নাতে যেতে পারবো ইন-শা-আল্লাহ্।

আল-কুরআন ২৩ বছরে মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর নাযিল হয়। এতে ১১৪ টি সুরা আছে। প্রথম সুরার নাম আল-ফাতিহা, শেষ সুরা আন-নাস।

বাবা-মায়ের সাহায্য নিয়ে নিচের প্রশ্নগুলোর সঠিক উওরে টিক চিহ্ন দেই।

১. কুরআন কত বছরে নাযিল হয়? - ২১ / ২৯ / ২৩ / ১২

২. কুরআনে মোট সুরার সংখ্যা কত? - ১১৪ / ১১১ / ৯০ / ১২৩

১১ রমাদান

আল্লাহ আমাদেরকে অসংখ্য নিয়ামত দিয়ে ভরিয়ে রেখেছেন। সেই সব নিয়ামত-এর কারণেই আমরা ভালোভাবে জীবন যাপন করতে পারছি। এই নিয়ামত গণনা করার সাধ্য কারো নেই। এইসব অগনিত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা মুসলিম হিসাবে আমাদের অবশ্যই কর্তব্য। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ বা শুকরিয়া আদায়ে আল্লাহ খুশি হন।

আমরা প্রতিদিন যে খাবার খাই, তা আল্লাহর দেয়া অন্যতম এক নিয়ামত। তাই খাবার খাওয়ার পর তার শুকরিয়া আদায় করতে হবে। কীভাবে করবো সেই দুয়াও আল্লাহ আমাদের শিখিয়ে দিয়েছেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَطْعَمَنِيْ هٰذَا، وَرَزَقَنِيْهِ، مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাকে এ আহার করালেন এবং এ রিযিক দিলেন যাতে ছিল না আমার পক্ষ থেকে কোনো উপায়, ছিল না কোনো শক্তি-সামর্থ্য।

(আবূ দাউদ, নং ৪০২৫; তিরমিযী, নং ৩৪৫৮; ইবন মাজাহ, নং ৩২৮৫। আরও দেখুন, সহীহুত তিরমিযী ৩/১৫৯।)

আমরা বাবা-মায়ের সাহায্য নিয়ে দুয়াটি মুখস্থ করবো ইনশাআল্লাহ, আর খাবারের পরে বলার অভ্যাস গড়ে তুলবো, ইনশাআল্লাহ।

১২ রমাদান

নবী করীম ﷺ তার বিভিন্ন কথা ও কাজে بِسْمِ اللَّهِ (বিসমিল্লাহ) বলতেন; তাছাড়া তিনি যে কোন ভাল কাজে বিসমিল্লাহ বলার জন্য নির্দেশ দিতেন যেমন:

- খাবার খেতে -[বুখারী ৫৩৭৬, মুসলিম: ২০১৭, ২০২২]
- দরজা বন্ধ করতে, আলো নিভাতে, পাত্র ঢাকতে, পান-পাত্র বন্ধ করতে -[বুখারী ৩২৮০]
- ঘুমানোর সময় -[আবু দাউদ: ৫০৫৪]
- ঘর থেকে বের হতে -[আবু দাউদ: ৫০৯৫]
- চুক্তিপত্র/ বেচা-কেনা লিখার সময় -[সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী: ৫/৩২৮]
- চলার সময় হোঁচট খেলে -[মুসনাদে আহমাদ: ৫/৫৯]
- বাহনে উঠতে -[আবু দাউদ: ২৬০২]
- মসজিদে ঢুকতে -[ইবনে মাজাহ: ৭৭১, মুসনাদে আহমাদ: ৬/২৮৩]
- বাথরুমে প্রবেশ করতে -[ইবনে আবি শাইবাহ: ১/১১]
- হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতে -[সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী: ৫/৭৯]
- যুদ্ধ শুরু করার সময় -[তিরমিযী: ১৭১৫]
- শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ব্যথা পেলে বা কেটে গেলে -[নাসায়ী: ৩১৪৯]
- ব্যথার স্থানে ঝাড়-ফুঁক দিতে -[মুসলিম: ২২০২]
- মৃতকে কবরে দিতে -[তিরমিযী: ১০৪৬]

উপরোক্ত কাজ গুলো বাবা/ মায়ের কাছে শুনে নিবো এবং নিজে প্রত্যাহিক জীবনে বিসমিল্লাহ্'র ব্যবহার করতে চেষ্টা করবো এবং অন্যদের-ও মনে করিয়ে দিবো ইনশাআল্লাহ।

১৩ রমাদান

বাবা-মার কথা না শুনলে আল্লাহ রাগ হন। বাবা মাকে খুশি করলে আল্লাহ খুশি হন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,'আমি মানুষকে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি'

(সুরা আন কাবুত, আয়াত: ৮)

আমাদের বাবা মায়ের জন্য নীচের দুয়াটি করব।

رَبِّ ٱرۡحَمۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرٗا

'হে আমার প্রতিপালক, তাদের উভয়ের প্রতি রহম করুন; যেমনিভাবে তারা আমাকে শৈশবকালে

লালন-পালন করেছেন'। (আল-কুরআন, আল-ইসরা: ২৪)

আজ বাবা-মা খুশি হবেন এমন কাজ করব। তাদের কাজে সাহায্য করব, তাদের সব কথা শুনব।

ইনশাল্লাহ.

(বাবা-মায়ের সাহায্য নিয়ে উপরের দোয়াটি মুখস্থ করারচেষ্টা করব ইনশাল্লাহ)।

১৪ রমাদান

মিথ্যা বলা ইসলামের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ও হারাম গুনাহগুলোর মধ্যে অন্যতম। মিথ্যা সর্বাবস্থায় হারাম। আমাদের নবীজি (সাঃ) দুষ্টুমি বা মজা করেও মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছে।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

'যে ব্যক্তি মানুষ হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে, তার জন্য ধ্বংস! তার জন্য ধ্বংস! তার জন্য ধ্বংস!'

(জামে আত-তিরমিযি, ভলিউম-৪, হাদিস নং-২৩১৫)

মিথ্যা মানুষকে পাপের পথে পরিচালিত করে এবং পাপ জাহান্নামে নিয়ে যায়।

আমরা সব সময় মিথ্যা কথা বলা পরিহার করার চেষ্টা করব, কোন অবস্থাতেই আমরা মিথ্যা বলব না, কারো সাথে উচ্চস্বরে কথা বলবো না, কাউকে কষ্ট দিব না।

১৫ রমাদান

আব্দুল্লাহ সিয়াম পালন করেছে। সে বাবা-মায়ের সাথে ইফতার করতে বসেছে। ইফতারের টেবিলে কয় গ্লাস শরবত আছে? কয়টি খেজুর আছে? কয় টুকরা তরমুজ আছে? **গণনা করি ও সর্বমোট সংখ্যাটি লিখি এবং রং করি।**

	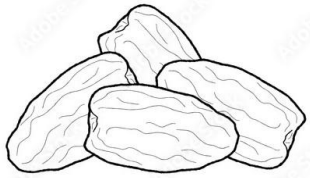	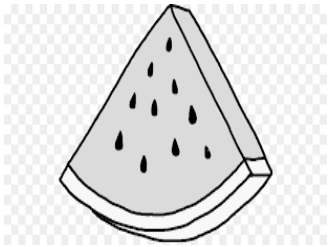	সর্বমোট সংখ্যা
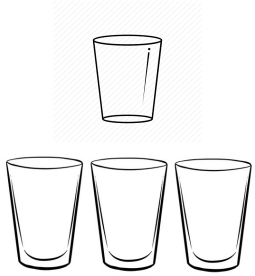	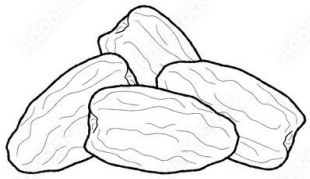	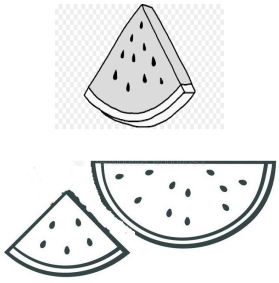	সর্বমোট সংখ্যা
	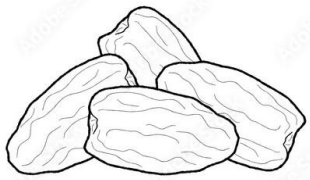	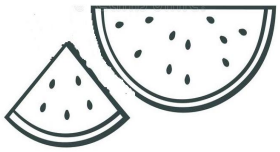	সর্বমোট সংখ্যা

১৬ রমাদান

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি কোন সিয়াম পালনকারীকে ইফতার করাবে, তার জন্য সিয়াম পালনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব থাকবে। কিন্তু এর ফলে সিয়াম পালনকারীর সাওয়াব থেকে বিন্দুমাত্র কমানো হবে না।

আজ বাবা-মাকে বলে যেকোনো একজনকে ইফতার করাব ইনশাআল্লাহ।

১৭ রমাদান

আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। আমরা প্রতিবেশীকে কষ্ট দিব না, তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করব, তাদের যথাসম্ভব সহায়তা করব, তাদের সাথে মিলেমিশে থাকব।

আজকে বাসায় তৈরি কোন একটি ইফতার প্রতিবেশীর সাথে ভাগ করে নিই ইনশাআল্লাহ।

১৮ রমাদান

ব্যতিক্রম মানে অন্যদের থেকে আলাদা। নিচের ছবিগুলো থেকে ব্যতিক্রম ছবিটি খুঁজে বের করি ও গোল দাগ দিয়ে চিহ্নিত করি।

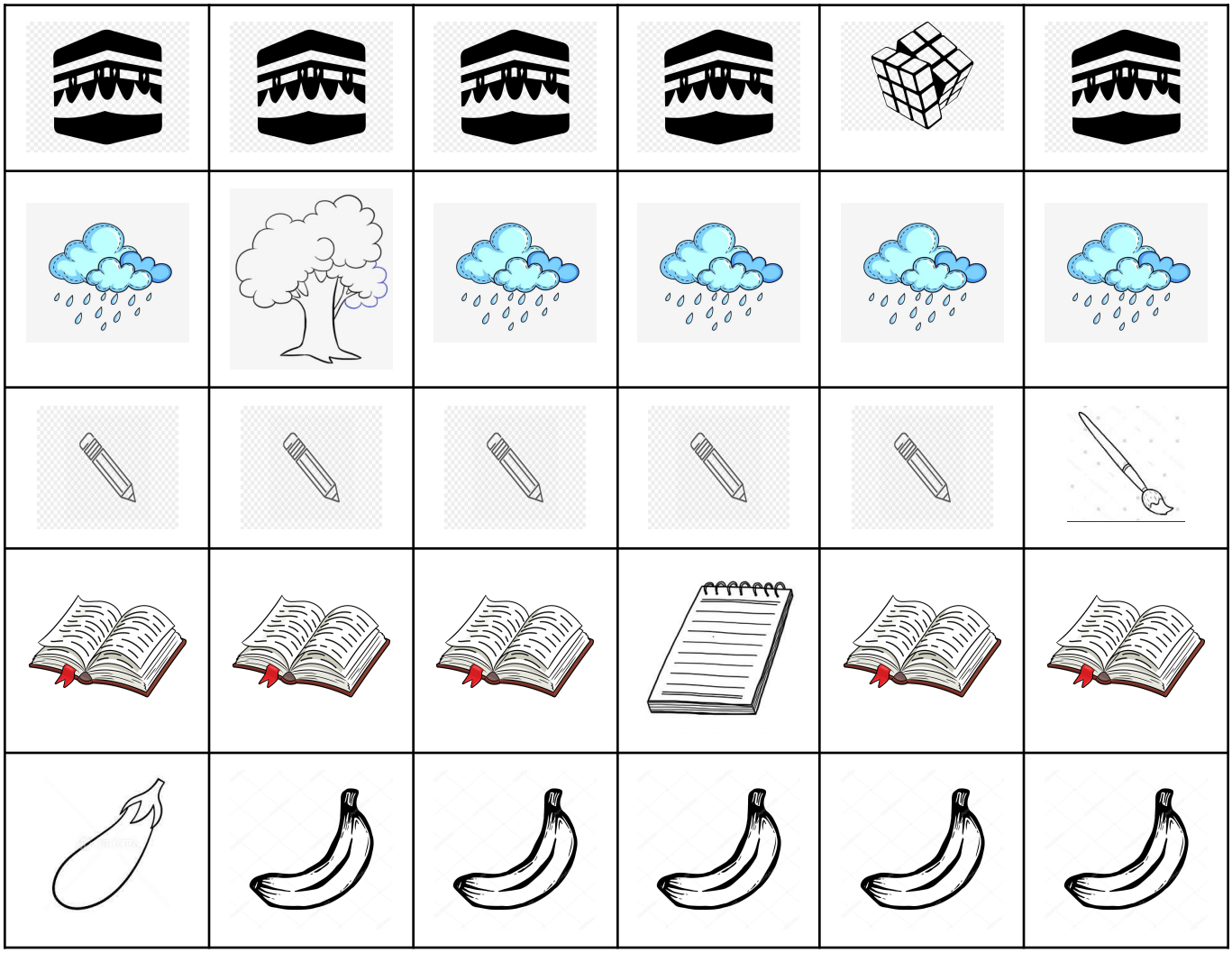

১৯ রমাদান

সংখ্যাগুলো পরপর যুক্ত করি। দেখবো একটি ছবি তৈরি হয়েছে। ছবিটি রং করি।

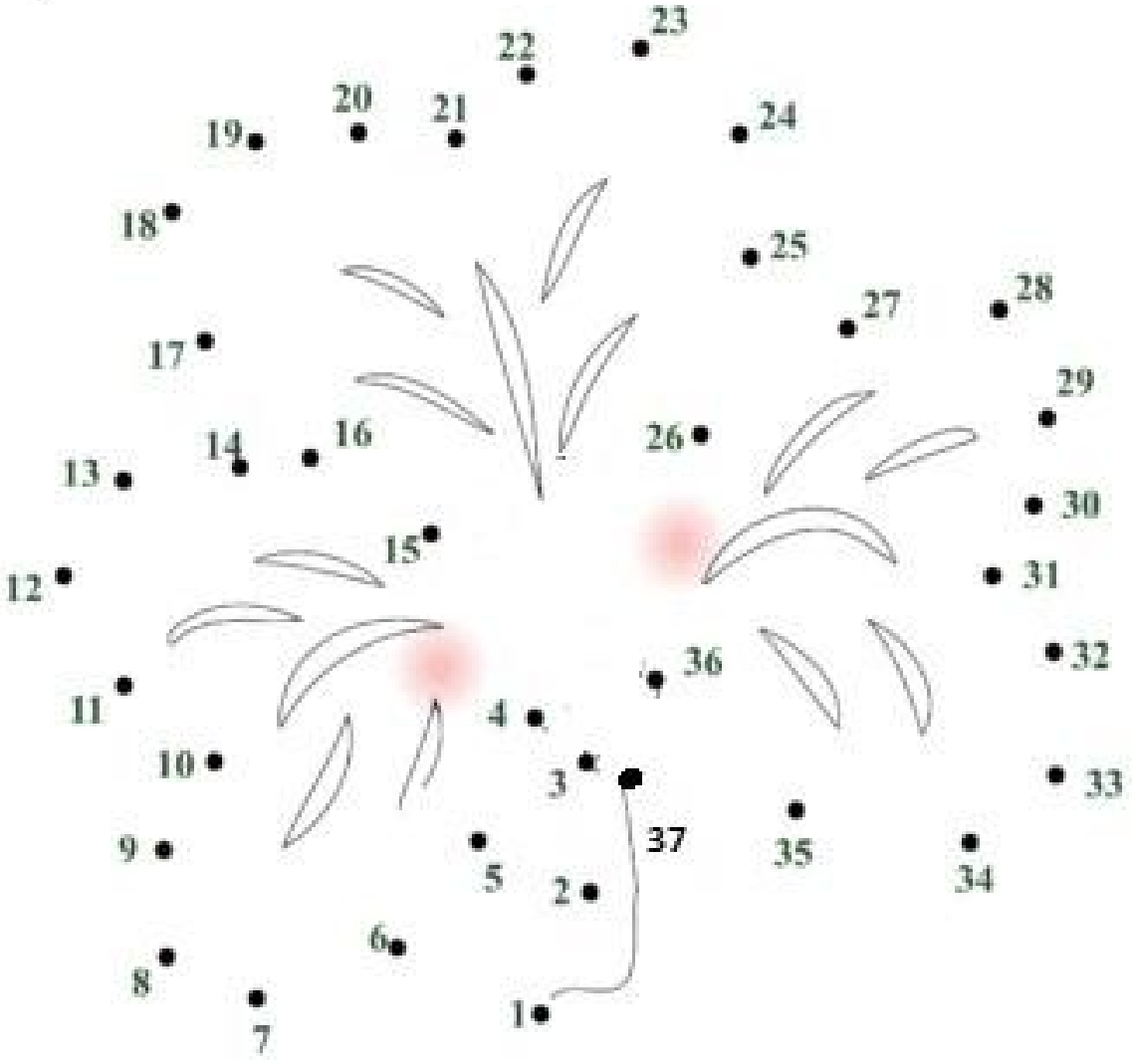

২০ রমাদান

নিচের ছবি দুইটিতে কিছু অমিল আছে, বাবা/মায়ের সাহায্য নিয়ে সেগুলো খুঁজে বের করে গোল দাগ দেই।

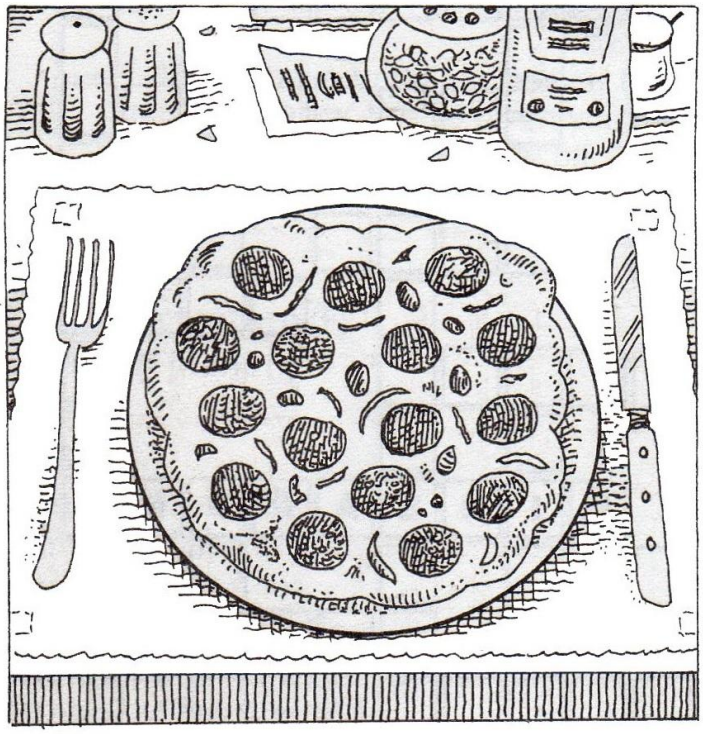

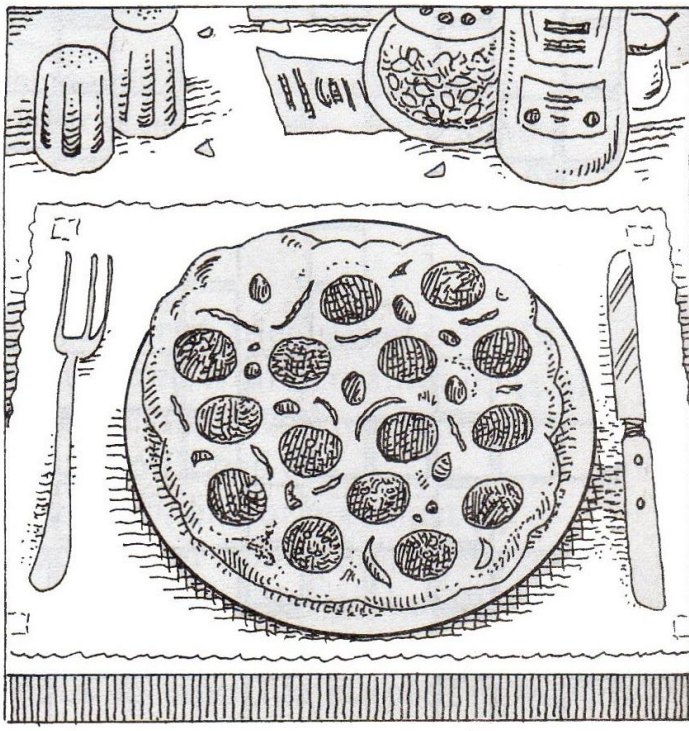

২১ রমাদান

আল-কুরআন মুসলিমদের পবিত্র কিতাব যা মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর নাযিল হয়। প্রথম যখন আল-কুরআন নাযিল হয়, তখন আমাদের প্রিয় নবী হেরা গুহায় সৃষ্টিকর্তাকে নিয়ে চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। সেই সময় জিবরীল আলাইহিস সালাম ওহী নিয়ে আসেন। নাযিল হয় সূরা আল-আলাক এর প্রথম ৫ আয়াত। বাবা-মায়ের সাহায্য নিয়ে সূরা আল-আলাকের প্রথম ৫ আয়াত এর অর্থ জেনে নিই।

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِیْ خَلَقَ

তুমি পাঠ কর তোমার রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

সৃষ্টি করেছেন মানুষকে রক্তপিণ্ড হতে।

اِقْرَاْ وَ رَبُّکَ الْاَکْرَمُ

পাঠ কর, আর তোমার রব বড়ই অনুগ্রহশীল।

الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন।

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ

তিনি মানুষকে তা শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।

২২ রমাদান

উল্লিখিত রঙ অনুসরণ করে নিচের ছবিটি রং করি।

১. লাল ২. নীল ৩. হলুদ ৪. সবুজ

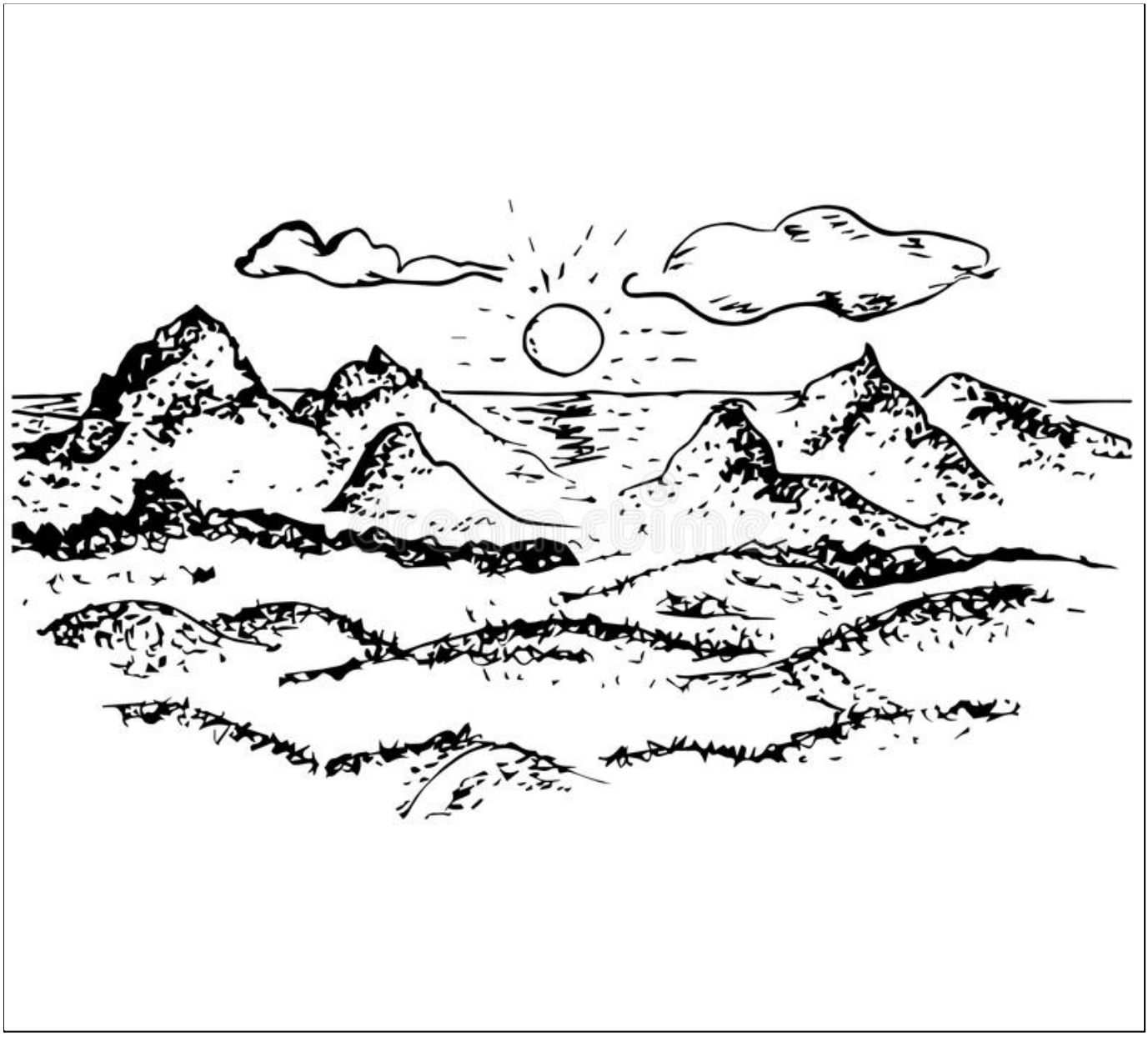

২৩ রমাদান

মুসলিমদের সালাতের জন্য আহ্বান জানাতে আযান দেয়া হয়। ইসলামের সবার প্রথমে আযান দেন বিলাল (رضي الله عنه)। বিলালের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত সুরেলা এবং মিষ্টি হওয়ায় নবীজী ﷺ প্রথম মুয়াজ্জিন হিসেবে বিলাল (رضي الله عنه) কে বেছে নেন। আজানের পরে আমরা সালাত পড়তে মাসজিদে যাই। **নিচের ছবি থেকে মাসজিদে যাওয়ার সঠিক রাস্তা খুঁজে বের করি ও পেন্সিল দিয়ে দাগ দেই ইনশাআল্লাহ।**

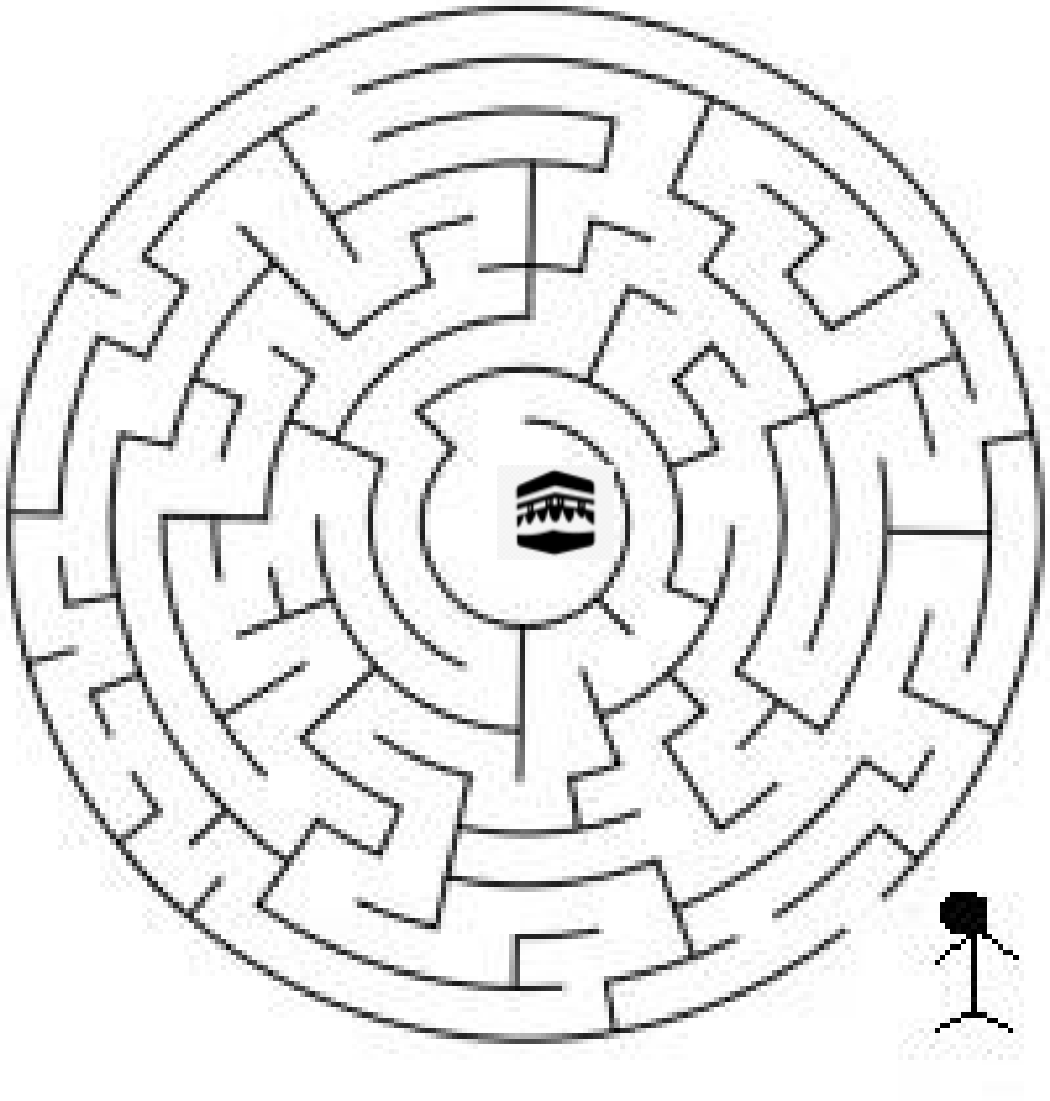

২৪ রমাদান

সিয়াম যেমন ইসলামের একটি স্তম্ভ, সালাতও ইসলামের আরো একটি স্তম্ভ। মুসলিম হিসেবে বড়রা দিনে পাঁচবার সালাত আদায় করেন, রমাদানে সিয়াম পালন করেন। আমরাও বড় হলে ইনশাআল্লাহ সলাত আর সিয়াম পালন করব। সাত বছর বয়স থেকে আমরা নিয়মিত সালাত আদায় করব। তার আগে আমরা মাঝে মাঝে শেখার জন্য বাবা-মায়ের সাথে অভ্যাস করতে পারি।**মসজিদটি রং করি।**

আজ বড়দের সাথে তাদের দেখে দেখে আসরের সালাত আদায় করি।

২৫ রমাদান

সিয়াম পালনকারীগণ রমাদানে সুবহে সাদিকের আগে যে খাবারটা খায় তাকে সাহরি বলা হয়। রাসুল ﷺ বলেছেন, তোমরা সাহরী খাও, কারণ এতে বারাকাহ রয়েছে। ছোটদের জন্য সিয়াম ফরজ নয়, তবে কেউ চাইলে এখন থেকেই অভ্যাস করতে পারি। আজ রাতে সাহরি খেয়ে পরের দিন যতক্ষণ পারি সিয়াম পালন করব ইনশাল্লাহ।

সাহরিতে আপনার পছন্দের খাবারের ছবি একে রং করবেন।

২৬ রমাদান

আজকে আমরা কাগজের নৌকা বানাতে শিখবো ইনশাআল্লাহ।

নিচের ছবিতে দেয়া ক্রম অনুসরণ করে বাবা-মায়ের সাহায্য নিয়ে নৌকা তৈরি করবো।

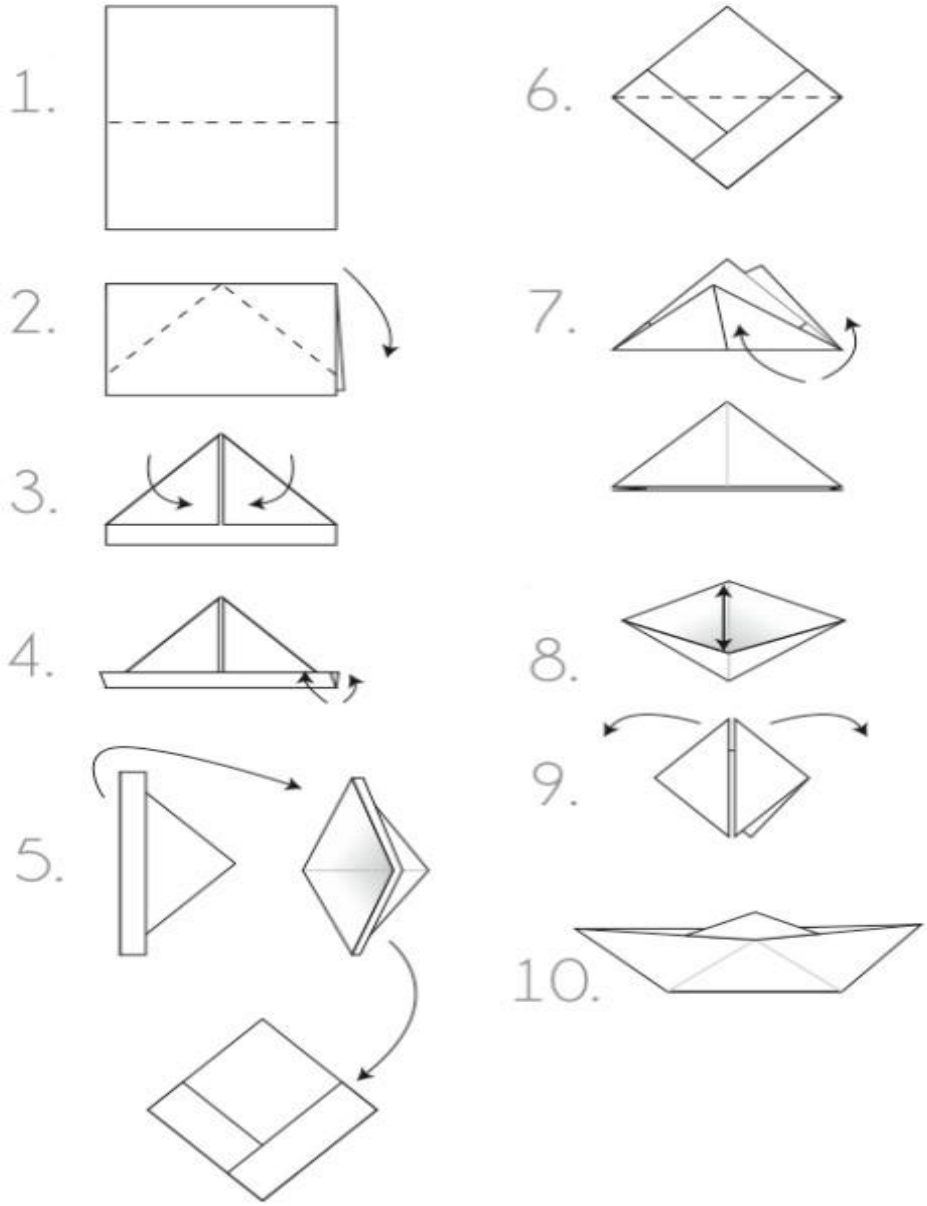

ঈদের পরে জমা দিবো ইনশাআল্লাহ।

২৮ রমাদান

ঈদের দিন আমরা আমাদের সবচেয়ে ভালো ও সুন্দর কাপড়টি পড়বও ইনশাআল্লাহ। সেটা কিন্তু নতুন কেনা জরুরি না।

ঈদের দিন যে জামাটি পরবো বলে ঠিক করেছি, নিচের হ্যাংগারে জামাটির ছবি আঁকি।

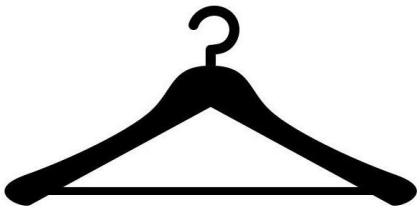

২৯ রমাদান

রমাদান মুসলিমদের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি মাস। এই মাসে মুসলিমরা মাসব্যাপী সিয়াম পালন করে, রমাদান মাসে কুরআন নাযিল হয়েছিল। এই মাসে আমরা বেশি বেশি ইবাদত করি। রমাদান মাস শেষে নতুন চাঁদ দেখা গেলে শাওয়াল মাস শুরু হয়। শাওয়াল মাসের ১ তারিখ হল ঈদুল ফিতরের দিন। একমাস সিয়াম পালন করার পর মুসলিমরা ঈদুল ফিতর উদযাপন করে। ঈদের শুভেচ্ছা জানাতে আমরা একে অপরকে বলব, **تقبل الله منا ومنكم** (তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম) বলি।

অর্থ: আল্লাহ্ আমাদের ও আপনাদের নেক আমলগুলো কবুল করে নিন।

ঈদুল ফিতরের দিন একে অপরকে অভ্যর্থনা জানাতে আমরাও এই দু'আ করবো ইন-শা-আল্লাহ।